যায়যায়দিন

তারিখ ... 25 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার

শামসুজ্জামান খান

বর্তমান বাংলাদেশে মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমাদের এই ভূ-খণ্ডে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস খুব অল্পদিনের নয়। দুই শতাধিক বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের বিপুল অংশের শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষা ইংরেজ আমলেই স্বীকৃতি লাভ করে।

ইংরেজ আমলের আধুনিক শিক্ষা-চিন্তার সঙ্গে মুসলিম শাস্ত্রীয় ধর্মের এই শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে সমন্বিত করে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচি এবং ব্যবস্থাপনার সেদিকটায় জোর দেয়া হয়। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার একটি আধুনিক মডেলও তৎকালীন ভারতবর্ষে চালু করা হয়। এই নতুন মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিউ স্কিম পদ্ধতি বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এই নিউ স্কিম মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে কোরআন, হাদিস, ফিকাহ শাস্ত্রকে গুরুত্বের সঙ্গে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেও অভিন্ন ইংরেজি, মাতৃভাষা, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যাকেও এ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর ফলে একান্তই মুসলিম ধর্মীয় মৌলিক শাস্ত্রীয় শিক্ষার ধারা আধুনিক মাদ্রাসা শিক্ষায় অন্তরিত হয়ে একটি ভিন্নতর স্তরে উন্নীত হয়। এ প্রক্রিয়ায় মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্য দিয়েও আধুনিক এবং নতুন যুগের উপযোগী মানুষ সৃষ্টির ভিত্তি নির্মিত হয়।

কলকাতা মাদ্রাসা এ রকম একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষক এবং অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রখ্যাত মুসলিম আলেম-ওলামা তো ছিলেনই, ইংরেজরাও এর সঙ্গে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক এবং শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। এর ফলও পাওয়া গেছে। সেকালের মাদ্রাসা থেকে প্রগাঢ় ইসলামী পণ্ডিত এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের আবির্ভাবও ঘটেছিল। ইতিহাসনিষ্ঠ ব্যক্তিরা জানেন ওই আধুনিক মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য থেকে আমাদের দেশের মূল ধারার বিখ্যাত জ্ঞানীগুণীরা বেরিয়ে এসেছিলেন। অতএব এ কথা নির্দ্বিধায় বলাই যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্য থেকেও সমাজে নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখার উপযোগী মানুষ তৈরি হওয়া সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের দেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ড. কুদরাত-এ-খুদা, খ্যাতনামা সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীন, সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত ড. মুহম্মদ এনামুল হক, নন্দিত কথাসাহিত্যিক ও চিন্তাশীল লেখক শওকত ওসমান এবং বাংলার বিবেক হিসেবে পরিচিত [illegible]

আহমদ প্রমুখ মূল ধারার বাঙালি চিন্তাবিদ মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্য থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। অতএব মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্বকে বাঙালি জাতির ইতিহাস ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা থেকে বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার এবং তুলনামূলক আলোচনায় গেলে দেখা যায়, বর্তমানের মাদ্রাসা শিক্ষা উপযুক্ত পর্যায়ের জ্ঞানীগুণী সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মামুলি ধর্মীয় মহাপণ্ডিতের দেখা মেলে না। স্বার্থসিদ্ধি ও বিকৃত চিন্তার ধর্মীয় ক্যানভাসররা এখন তাই নিজের নামের আগে 'আল্লামা' বসিয়ে শব্দটিকে অপবিত্র করে ফেলেছে। আর এক তালেবানপন্থী সন্ত্রাসী নিজের নামের আগে যুক্ত করেছেন 'মুফতি' শব্দটি। এদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোনো রচনা দূরে থাক, জ্ঞানপিপাসু মানুষের পাঠ্যযোগ্য বই-পুস্তকের কথাও আমরা জানি না।

> বর্তমান সরকার কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিতে চলেছে। এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে এবং নানা দিক থেকে বিবেচিত হওয়া দরকার। যেভাবেই হোক কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এখন একটি বাস্তব ব্যাপার। একে অস্বীকার করা যাবে না। তবে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে একে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর জন্য চাই এ শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিক এবং যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি। অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় এ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সব মাদ্রাসাকে নিবন্ধিত করতে হবে। তাদের লেখাপড়া এবং অন্যান্য কার্যক্রম মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। সে সঙ্গে এসব মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গি কানেকশন থাকার যে প্রচারণা রয়েছে, তা শক্ত হাতে দমন করতে হবে। জঙ্গি তৎপরতা নয়, ইসলাম ধর্মের গভীর মনুষ্যত্ববোধের চর্চাই হোক মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

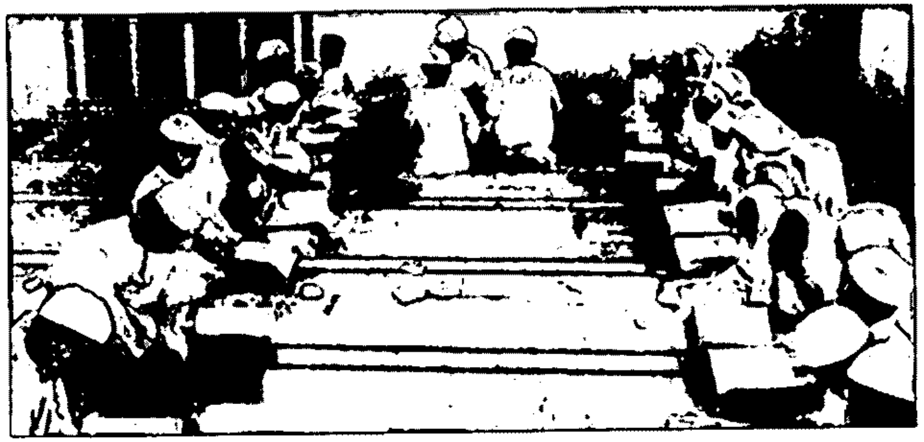

আলোচনায় তাদের কিছু স্টেরিও টাইপ জ্ঞান থেকে থাকতে পারে। কিন্তু বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক ও মননের জগতে আগের কালের ইসলামী চিন্তাবিদদের মতো এদের কোনো অবদানের পরিচয় পাওয়া যায় না। আর সে জন্যই বাংলাদেশে এখন আর শেখ আবদুর রহিম, নৈমুদ্দিন, তসলিমউদ্দীন, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, মওলানা আকরম খাঁ বা মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী বা ড. আবদুল্লাহ [illegible] মওলানা [illegible]

বাংলাদেশে ইসলামী চিন্তা-চেতনার গভীরতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং আন্তর্জাতিকমানের চর্চার উপযোগী কোনো ধর্মবেত্তা ও জ্ঞানীগুণীর সাক্ষাৎ পাওয়া এখন সুকঠিন হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে আগেরকালের ইসলামী পণ্ডিতদের মতো কোনো বিদ্বানের পরিচয় তো আমরা পাচ্ছিই না, এমনকি সাধারণ উন্নতমানের ধর্মীয় শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞের পরিচয়ও কৃচিৎ কদাচিৎ মেলে। আমরা কোনো কোনো চাকরিপ্রার্থী মাদ্রাসায় পাস [illegible]

আধুনিক আরবি জানে না। মিসরের একটি আরবি পত্রিকা তাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে দেখেছি, সে পত্রিকাও তারা পড়তে পারে না। হতবাক হয়ে যখন জিজ্ঞেস করেছি, ৩.রবিতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেয়ার পর এমন অবস্থা কেন? তারা তখন বলেছে, আমরা তো বাংলা ভাষার মাধ্যমে আরবি পড়েছি। আর কোরআন-হাদিস পড়েছি। অতএব স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, বাংলাদেশের মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্রদের সক্ষমতা ও বিদ্যার দৌড় খুব সামান্য। আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী শাস্ত্রের চর্চায় সে জন্য তাদের কোনো অধিকার বা দক্ষতাও নেই। মিসরি-ইরাকি ইসলামী পণ্ডিতদের মতো জ্ঞানের গভীরতা ও আরবি ভাষার দক্ষতা তাদের নেই। পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক মানের বিখ্যাত মাওলানা আবদুস সাত্তার দাঈ বা তুরস্কের ইসলামী শাস্ত্রীয় পণ্ডিত ফেতুল্লাহ গুলেনের মতো মননশীল ইসলামী চিন্তাবিদও আমাদের ওলামা-মাশায়েখদের মধ্যে দেখা যায় না। একালে আমাদের দেশেরই বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত আবুল হাশিমের বা খানবাহাদুর আবদুর রহমান খানের কোনো যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি হলো না। এর চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কী হতে পারে? যিনি এখন এ ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন, 'কুরান সূত্র' লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন পবিত্র কোরআনের, সেই বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানও সাধারণ শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত।

বর্তমান সরকার কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিতে চলেছে। এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে এবং নানা দিক থেকে বিবেচিত হওয়া দরকার। যেভাবেই হোক কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এখন একটি বাস্তব ব্যাপার। একে অস্বীকার করা যাবে না। তবে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে একে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর জন্য চাই এ শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিক এবং যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি। অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় এ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সব মাদ্রাসাকে নিবন্ধিত করতে হবে। তাদের লেখাপড়া এবং অন্যান্য কার্যক্রম মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। সে সঙ্গে এসব মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গি কানেকশন থাকার যে প্রচারণা রয়েছে, তা শক্ত হাতে দমন করতে হবে। জঙ্গি তৎপরতা নয়, ইসলাম ধর্মের গভীর মনুষ্যত্ববোধের চর্চাই হোক মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

শামসুজ্জামান খান: প্রাবন্ধিক, লোক-গবেষক, কলাম [illegible]